অমর একুশে বইমেলা

অহঙ্কারের মাস ফেব্রুয়ারির সেরা অলঙ্কার

মায়ের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দেয়ার সৌভাগ্য পৃথিবীতে শুধু একটি মাত্র জাতির হয়েছে, আমরা সেই সৌভাগ্যবান বাঙালি জাতি। এই অনন্য গৌরবকে আমরা নানাভাবে স্মরণ করি; তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়োজন অমর একুশে বইমেলা। দেখতে দেখতে এই প্রাণের আয়োজন ৩৪ বছরে পা রাখলো।

একুশের বইমেলা যার হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল তার নাম চিত্তরঞ্জন সাহা। বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা ১৯৭২ ও ৭৩ সালে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আম গাছের নিচে চট বিছিয়ে কিছু বই নিয়ে প্রথম বসেছিলেন। সেখান থেকেই সূচনা। বিক্রি ভালো হওয়ায় পরের বছর ৮ ফুট বাই ৮ ফুট একটি ছাপড়া ঘরের স্টল দেন। সত্তর দশকেই আরো কয়েকজন প্রকাশক এসে যোগ দেন, তবুও সে সময়ে বইমেলা খুব স্বল্প পরিসরে হতো। বাংলা একাডেমী চত্বরের পুকুরের পূর্ব পাশেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

ধীরে ধীরে বইমেলার পরিসর বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে স্টল সংখ্যা, লোক সমাগম এবং বই কেনাবেচা। আশির দশকেই সামনের রাস্তা পেরিয়ে টিএসসি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বইমেলার কর্মকান্ড।

১৯৭৪ সালে চিত্তরঞ্জন সাহা তার সমমনা সৃজনশীল প্রকাশকদের সংগঠন গড়ে তোলেন। সেই সংগঠনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৮০ সালের আগেই বইমেলায় মৌলিক প্রকাশক ও প্রকাশনী সংস্থার সংখ্যা সম্মানজনক পর্যায়ে পৌঁছে। প্রথম থেকেই এই মেলায় তৎকালীন সোভিয়েট রাশিয়া, ভারত এবং ইউরোপের অনেক বিখ্যাত লেখক এসেছিলেন আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজনে।

1953 mv‡j cKwkZ c_g GK‡k msKj‡bi c"Q

কয়েক বছরের পর থেকেই সারিবদ্ধ অস্থায়ী বইয়ের স্টলে বই প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের পাশাপাশি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ করা হয়। সেসময় 'বর্ধমান হাউজ' (বাংলা একাডেমীর মূল ভবন) ভবনটির পেছনে বসত কয়েকটি চায়ের দোকান। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাতে বসত দুর্দান্ত আড্ডা। সৃষ্টিশীল সেসব আড্ডা এখন আর তেমন জমে না। তবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সেই ধারাবাহিকতা এখনো বজায় আছে।

১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সালে শুধু ঢাকায় নয়, ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের প্রতিটি জেলা শহরে বইমেলা আয়োজন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই পদক্ষেপ স্থগিত রাখা হয় এবং আজ অবধি তা স্থগিতই রয়েছে।

১৯৮২ সালের পর থেকে বইমেলায় এক ধরনের সংস্কৃতি চালু হয়। প্রকাশকদের পাশাপাশি মৌসুমি বই বিক্রেতারাও স্টল বসাতে থাকে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সত্যিকারের প্রকাশকরা। তখন থেকেই কথা উঠতে থাকে, বইমেলায় সত্যিকারের প্রকাশক ছাড়া কেউ যেন স্টল দিতে না পারে। এটি কোনো ব্যবসার জায়গা নয়। এই সমস্যা সমাধানে একাডেমী কর্তৃপক্ষ মেলার সব বইয়ে ২০% কমিশন নির্ধারণ করে। এ বছর অর্থাৎ ২০০৬ সালে তা বাড়িয়ে ৩০% ধার্য করা হয়েছে।

একুশে বইমেলা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শুi“ হলেও ৫২ সাল থেকেই একুশে নিয়ে রচিত হয়ে আসছে কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি। ১৯৫৩ সালে ভাষা আন্দোলনের সাহিত্য কর্ম নিয়ে হাসান আজিজুল হকের সম্পাদনায় বের হয় প্রথম একুশে সংকলন।

ফেব্রুয়ারি বাঙালির অহঙ্কারের মাস। এ সময়ে বইমেলাকে ঘিড়ে মাসজুড়ে থাকে উৎসবের আমেজ। এই উৎসবে শামিল হতে লেখক ও প্রকাশকগণ বছরজুড়ে প্রস্তুতি নেন। ভালো বই, দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ, শিল্পসম্মত উপস্থাপনা; এসবের মধ্য দিয়ে এক নান্দনিক উৎকর্ষের প্রতিযোগিতা চলে। পাঠকরাও মুখিয়ে থাকেন এই মেলা থেকে ভালো বই কিনে নিজের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করতে। আর এভাবেই এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাঙালির সৃষ্টিশীলতা, মননশীলতা এগিয়ে যাচ্ছে। মননশীলতা চর্চার এমন আন্তরিক উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভবত নেই। তাই এই অমর একুশে বইমেলা বাঙালির আরেক অহঙ্কার; অহঙ্কারে মাস ফেব্রুয়ারির বর্তমানের সেরা অলঙ্কার।

মাহমুদ রাজু

তথ্য সূত্র : বাংলা একাডেমী ও মুক্তধারা